দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2[illegible] NOV 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গনে

বেসরকারী মেডিকেল কলেজ

দেশে শিক্ষিতের হার যে হারে বাড়ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে সে হারে বাড়ছে না তা বললে ভুল হবে। কিন্তু সংকট দেখা দেয় উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ আজ সেশন জটে গতিশক্তি হারিয়ে ফেলছে। শিক্ষাঙ্গনের এই দুরবস্থার জন্য দায়ী কে বা কারা তা এখন আর অজানা নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বোমাবাজি, অস্ত্রের ঝনঝনানি, সন্ত্রাস, রাজনৈতিক কোন্দল, প্রশাসনিক দুর্বলতা ইত্যাদি এর জন্য অনেকাংশে দায়ী।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, আজকাল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় কারণে অকারণে। দেশের সংকটাবস্থা আজ ৮টি মেডিকেল কলেজকেও রেহাই দেয়নি। তার উপর আবার তোড়-জোড় শোনা যাচ্ছে বেসরকারী মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার নতুন উদ্যোগ। সরকারী মেডিকেল কলেজসমূহের সমস্যা ও দুরবস্থার কথা মনে উঠলে বেসরকারী মেডিকেল কলেজ আষাঢ়ে গল্পের মত মনে হয়। যদিও এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসার দাবী রাখে। প্রতি বছর ৮টি মেডিকেল কলেজে ১২০০ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারে। এ ছাড়া আরও কত তরুণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী আজ তাদের ইচ্ছানুযায়ী ভর্তি হতে না পেরে যে হতাশায় ভুগছে তা সহজেই অনুমেয়। এক্ষেত্রে বেসরকারী মেডিকেল কলেজ সেশন জট বা ভর্তি সমস্যার কতটুকু সমাধান দিবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার আশ্বাস সস্তা হাততালি পাওয়ার আশা ছাড়া আর কিছুই না।

সেশন জট নিরসনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৯৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের শেষ বর্ষের পরীক্ষা ৮ মাস পিছিয়ে গেছে। উল্লেখ্য, গত মে মাসে শেষ বর্ষের সমাপনী পরীক্ষা দেয়ার কথা উঠলেও এখনো সম্ভব হয়নি।

এ কথা অনস্বীকার্য যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সহযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সেশন জটের আবিষ্কারক। এই সেশন জটের প্রভাব কতগুলি অভিন্ন কারণে মেডিকেল কলেজগুলোতে এসেছে। ফলে স্বাভাবিক কার্যক্রম হচ্ছে ব্যাহত, সঠিক সময়ে পাস করে ডাক্তার হিসাবে বের হওয়ার ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে হাজারো সমস্যা। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এহেন সমস্যা পরবর্তী জেনারেশনদের মাথায় গিয়ে উঠছে আর তাইতো তারা দেশপ্রেমের কথা ভুলে বিদেশের বুকে পাড়ি জমাচ্ছে। দেশে আজ সুযোগ্য ডাক্তারের অভাব আর তাই আমরা চাই আসল শিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু সার্টিফিকেটধারীদের নয়। কিন্তু সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়। আমরা যেখানে সমস্যার সমাধান দিতে পারি না সেখানে নতুন সমস্যার জন্ম দেয়া আসলে কি শুভ বুদ্ধির পরিচায়ক? পার্সেন্টেজ না থাকা, প্রফেশনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মারমুখী মনোভাব পরিহার করা উচিৎ আর এজন্য চাই প্রশাসনিক দৃঢ়তা। বেসরকারী মেডিকেল কলেজের বিরুদ্ধাচরণ আমরা করতে চাই না। কিন্তু যেখানে মৌলিক সমস্যার সমাধান নেই সেখান যৌগিক সমস্যার সমাধান বেমানান। কারণ একথা সবাই স্বীকার করবেন যে, যৌগিক পদার্থ একাধিক মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত।

—নাজমুল হক খোকন।